২০০৯-২০২০ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর সাফল্য ও অগ্রগতি

১। **ভূমিকা**। ১৯৭১ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর ভারতের নাগাল্যান্ডের ডিমাপুরে বাংলাদেশ বিমান বাহিনী যাত্রা শুরু করে। বাংলাদেশ বিমান বাহিনী মাত্র ০৯ জন বৈমানিক, ৪৭ জন বিমানসেনা এবং মাত্র ০৩ টি বিমান নিয়ে তাদের কার্যক্রম শুরু করে। কালের বিবর্তনে ও বর্তমান সরকারের অবিচল প্রচেষ্টায় সেই বিমান বাহিনী আজ আধুনিক বিমান বাহিনী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত।

২। **নিয়োগ সংক্রান্ত বিষয়াদি**। ২০০৯-২০২০ সাল মেয়াদে বাংলাদেশ বিমান বাহিনীতে ৮৩৪ জন সামরিক কর্মকর্তা (৬৫৭ জন পুরষ ও ১৭৭ জন মহিলা), ৬৮৭২ জন বিমানসেনা (৬৮০৮ জন পুরুষ ও ৬৪ জন মহিলা), ৭১২ জন এমওডিসি (এয়ার) এবং ২১৯৫ জন অসামরিক কর্মচারী নিয়োগ দেয়া হয়েছে।

৩। **পদমর্যাদা উন্নীতকরণ**। বাহিনীত্রয়ের সর্বোচ্চ/প্রধান পদে সমতা আনয়নের লক্ষ্যে গত ১৩ জানুয়ারি ২০১৬ তারিখে বিমান বাহিনী প্রধান এর পদটি 'এয়ার মার্শাল' হতে 'এয়ার চীফ মার্শাল' পদমর্যাদায় উন্নীত করা হয়েছে। পাশাপাশি বিমান বাহিনীর ০৩ (তিন) জন পিএসও- এর পদবী এয়ার ভাইস মার্শাল পদে উন্নীত করা হয়েছে এবং এয়ার ভাইস মার্শাল পদবীর মর্যাদার পিএসও-সমেত নতুন পরিকল্পনা শাখা সংযোজন করা হয়েছে। এছাড়াও বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর বিদ্যমান সাংগঠনিক কাঠামোতে বিমান বাহিনী ঘাঁটির এয়ার অফিসার কমান্ডিং পদের পদমর্যাদা এয়ার কমডোর হতে এয়ার ভাইস মার্শাল-এ উন্নীত করতঃ এয়ার ভাইস মার্শাল পদবীর এয়ার অফিসার কমান্ডিং নিয়োগ করা হয়েছে এবং অবশিষ্ট ঘাঁটিসমূহের এয়ার অফিসার কমান্ডিং পদের পদমর্যাদা এয়ার কমডোর হতে এয়ার ভাইস মার্শাল এ উন্নীত করার কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

৪। **ভৌত ও অবকাঠামোগত উন্নয়ন**। ২০০৯-২০২০ মেয়াদে বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর ভৌত অবকাঠামোগত উন্নয়ন নিম্নরুপ ঃ

ক। পরিকল্পনা শাখা গঠন। বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর কলেবর ও কার্যপরিধি পূর্বের তুলনায় বহুগুণে বৃদ্ধি পাওয়ায় নির্দেশনা ও নিয়ন্ত্রণের সামঞ্জস্যতা আনয়ন ও পরিকল্পনা প্রণয়নের লক্ষ্যে ফোর্সেস গোল-২০৩০ অনুযায়ী ২০১৭ সালে বিমান বাহিনী সদর দপ্তরে পরিকল্পনা শাখা নামে একটি শাখা গঠন করা হয়।

খ। বিমান বাহিনী ঘাঁটি শেখ হাসিনা সংযোজন। বিমান বাহিনী সম্প্রসারণের অংশ হিসেবে স্থাপন করা হয় 'বিমান বাহিনী ঘাঁটি শেখ হাসিনা'। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ০৩ এপ্রিল ২০১১ তারিখে 'বিমান বাহিনী ঘাঁটি কক্সবাজার' উদ্বোধন করেন যা পরবর্তীতে 'বিমান বাহিনী ঘাঁটি শেখ হাসিনা' হিসেবে নামকরণ করা হয়।

গ। বিমান বাহিনী ঘাঁটি বঙ্গবন্ধু স্থাপন। রাজধানী ঢাকাসহ সমগ্র দেশের আকাশ প্রতিরক্ষা নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে ২০১৩ সালে ঢাকাস্থ কুর্মিটোলায় বিমান বাহিনী ঘাঁটি বঙ্গবন্ধু স্থাপন করা হয়েছে।

ঘ। বঙ্গবন্ধু এ্যারোনটিক্যাল সেন্টার এর সাংঠনিক কাঠামো অনুমোদন। বিমান বাহিনীর সকল রক্ষণাবেক্ষণ, মেরামত এবং সংস্কার (ওভারহল) ইউনিটের নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা হিসেবে দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি বিমান/হেলিকপ্টার/র‍্যাডার/যন্ত্রাংশ/সংস্কার (ওভারহল)/মেরামত কার্যাদি তদারকি এবং নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নসহ গবেষণা, উন্নয়ন ও উদ্ভাবনে প্রশিক্ষণ নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ২০১৭ সালে বঙ্গবন্ধু এ্যারোনটিক্যাল সেন্টার (BAC) অনুমোদিত হয়েছে।

ঙ। ভিভিআইপি কমপ্লেক্স নির্মাণ। ঢাকা তেজগাঁও বিমানবন্দরে বিমান বাহিনী এয়ার মুভমেন্ট ফ্লাইটের জন্য অত্যাধুনিক সুবিধাসহ ভিভিআইপি কমপ্লেক্স নির্মাণ করা হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৭ অক্টোবর ২০১৮ তারিখে নবনির্মিত ভিভিআইপি কমপ্লেক্স উদ্বোধন করেন।

চ। বিমানসেনা প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট নির্মাণ। বিমান বাহিনীর বিমানসেনাদের যুগোপযোগী প্রশিক্ষণ নিশ্চিতকল্পে নির্মাণ করা হচ্ছে বিমানসেনা প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৫ অক্টোবর ২০১৮ তারিখে উক্ত প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট-এর নির্মাণ কাজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন।

ছ। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান অ্যাভিয়েশন ও অ্যারোস্পেস বিশ্ববিদ্যালয়। ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ তারিখে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অনুমোদনক্রমে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান অ্যাভিয়েশন ও অ্যারোস্পেস বিশ্ববিদ্যালয়ের যাত্রা শুরু হয়। অ্যাভিয়েশন সেক্টরে দক্ষ মানবসম্পদ তৈরিতে বিশ্ববিদ্যালয়টি গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করবে।

জ। শিক্ষা ব্যবস্থায় বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর ভূমিকা। বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর সদস্যদের সন্তানদের সুশিক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে পরিচালিত হচ্ছে বিএএফ শাহীন কলেজ। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর আওতায় ২০০৯ হতে ২০১২ মেয়াদে বিমান বাহিনী ঘাঁটি পাহাড়কাঞ্চনপুর, টাঙ্গাইলে এবং বিমান বাহিনী ষ্টেশন শমশেরনগর, মৌলভীবাজারে ও ০১ জানুয়ারি ২০২০ তারিখে বগুড়া র‍্যাডার ইউনিট, বগুড়াতে একটি করে বিএএফ শাহীন স্কুল ও কলেজ নির্মাণ করা হয়। বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর মহিলা কল্যাণ সমিতির তত্ত্বাবধানে প্রথমবারের মত বিশেষ শিশুদের জন্য একটি স্কুল 'নবোদয়' সম্প্রতি তাদের কার্যক্রম সীমিত পরিসরে শুরু করেছে।

ঝ। বঙ্গবন্ধু কমপ্লেক্স উদ্বোধন। আধুনিক ও যুগোপযোগী প্রশিক্ষণের জন্য বাংলাদেশ বিমান বাহিনী একাডেমিকে আধুনিকায়ন করা হয়েছে। নির্মিত হয়েছে আধুনিক ক্যাডেট প্রশিক্ষণ কেন্দ্র "বঙ্গবন্ধু কমপ্লেক্স"। এর ফলে, দেশীয় অফিসার ক্যাডেট ছাড়াও বন্ধুপ্রতিম দেশসমূহের অফিসার ক্যাডেটগণ আধুনিক যন্ত্রপাতি ও কলাকৌশল ব্যবহার করে বিমান উড্ডয়ন, যুদ্ধ পরিচালনা ও বিমান রক্ষণাবেক্ষণে বিশ্বমানের প্রশিক্ষণ লাভ করছে।

ঞ। সাইবার ওয়ারফেয়ার অ্যান্ড ইনফরমেশন টেকনোলজি পরিদপ্তর ও ওভারসিস এয়ার অপারেশনস পরিদপ্তর গঠন। জাতীয় তথ্যপ্রযুক্তি সংক্রান্ত নীতিমালা ও নির্দেশনা অনুযায়ী বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর প্রয়োজন ও প্রযোজ্যতা নিরূপণ ও পর্যালোচনা করতঃ সাইবার ওয়ারফেয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি এবং তৎসম্পর্কিয় যন্ত্রসামগ্রীর যুগোপযোগী নীতিমালা/করনীয় বিষয়সমূহ (সামরিক নিরাপত্তা, আইটি ব্যবস্থাপনা, পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন, ক্রয়, দাপ্তরিক ও ব্যক্তিগত ব্যবহার ও কাস্টমাইজড সফটওয়্যার) প্রণয়নের লক্ষ্যে বিমান বাহিনী সদর দপ্তরে ২০১৩ সালে সাইবার ওয়ারফেয়ার এন্ড ইনফরমেশন টেকনোলজি পরিদপ্তর গঠন করা হয়েছে। দেশের বাহিরে এবং জাতিসংঘের অধীনে পরিচালিত বিমান বাহিনীর সকল মিশনের সার্বিক কর্মকান্ড পরিচালনা, পর্যবেক্ষণ, মূল্যায়ন, নীতিমালা প্রণয়ন ও তার সফল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ২০১৭ সালে বিমান বাহিনী সদর দপ্তরে ওভারসিস এয়ার অপারেশনস পরিদপ্তর স্থাপন করা হয়েছে।

ট। ১০৩ এয়ার ট্রান্সপোর্ট ট্রেনিং ও ১০৫ অ্যাডভান্সড জেট ট্রেইনার ইউনিটের সাংগঠনিক কাঠামো অনুমোদন ও স্থাপন। নবীন পাইলটদেরকে উড্ডয়ন অভিজ্ঞতা প্রদান, যে কোন দুর্যোগ মোকাবেলায় ও সামাজিক কার্যক্রমে বিমান পরিচালনার মাধ্যমে সহায়তা প্রদান, এয়ার শো/বিমান প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ, মুভমেন্ট এবং লিয়াজোঁ ফ্লাইট ইত্যাদি সাশ্রয়ীভাবে সম্পাদনের পাশাপাশি বিমান বাহিনী পরিবহন বহরের চাহিদা অনুযায়ী সকল প্রকারের এয়ার ক্রুদের প্রশিক্ষণ অত্যন্ত সাশ্রয়ীভাবে সম্পাদনের জন্য ২০১৭ সালে তেজগাঁও, ঢাকায় ১০৩ এয়ার ট্রান্সপোর্ট ট্রেনিং ইউনিট (ATTU) স্থাপন করা হয়। এছাড়াও যুদ্ধবিমান উড্ডয়ন এবং প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে একটি সাশ্রয়ী, কার্যকরী ও আধুনিক প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে ২০১৭ সালে বিমান বাহিনী ঘাঁটি জহুরুল হক, চট্টগ্রামে ১০৫ অ্যাডভান্সড জেট ট্রেইনার ইউনিট (105 AJTU) স্থাপন করা হয়।

ঠ। র‍্যাডার ইউনিট/স্কোয়াড্রন স্থাপন।

(১) দেশের দক্ষিণাঞ্চল ও তৎসংলগ্ন সমুদ্র উপকুলবর্তী আকাশসীমার নিয়মিত পর্যবেক্ষণ ও শত্রুমুক্ত রাখার জন্য ২০১৮ সালে বরিশাল শহরের অদূরবর্তী বাবুগঞ্জ উপজেলার পাংশা মৌজায় ১ টি উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন র‍্যাডার স্থাপন করা হয়।

(২) এছাড়াও নিরাপদ বিমান উড্ডয়নের জন্য সঠিক আবহাওয়া পূর্বাভাস প্রদানের লক্ষ্যে গত ২০১৬-২০১৭ ও ২০১৭-২০১৮ অর্থবৎসরে ০২ টি সি-ব্যান্ড ডপলার ওয়েদার র‍্যাডার স্থাপন করা হয়েছে। উক্ত র‍্যাডারসমূহ হতে প্রাপ্ত আবহাওয়া তথ্যসমূহ বিমান বাহিনীর সফল উড্ডয়ন, দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া থেকে জনগণের জানমালের নিরাপত্তাসহ জাতীয় পর্যায়ে আবহাওয়া পূর্বাভাস প্রদানে বিশেষ ভূমিকা রাখছে।

(৩) আবহাওয়া সংক্রান্ত তথ্যাদি ব্যবহারকারীদের হাতের মুঠোয় পৌঁছানোর লক্ষ্যে বিমান বাহিনী আবহাওয়া পরিদপ্তর কর্তৃক একটি মেট অ্যাপ (BAF MET) তৈরি করা হয়েছে যা গুগল প্লে স্টোর থেকে যে কোন স্মার্ট ফোন ব্যবহারকারী সহজেই ব্যবহার করতে পারেন।

(৪) বিমান বাহিনীর ৭১ নং বহরে স্থাপিত AR-15 র‍্যাডারটির কার্যক্ষমতা বৃদ্ধির নিমিত্তে আধুনিকায়ন করা হয়েছে যা গত ০১ নভেম্বর ২০০৯ তারিখ হতে পরিচালন কার্যক্রম শুরু করেছে।

(৫) বিমান বাহিনী ঘাঁটি পাহাড়কাঞ্চনপুর-এর পুরাতন র‍্যাডারটি দীর্ঘদিন ব্যবহারের ফলে অকার্যকর হয়ে যাওয়ায় নতুন র‍্যাডার JH-16 দ্বারা প্রতিস্থাপন করা হয়েছে যার পরিচালন কার্যক্রম ২৮ মে ২০১৩ থেকে শুরু হয়েছে।

(৬) দেশের দক্ষিণ-পশ্চিম এলাকার আকাশ প্রতিরক্ষা কার্যক্রম সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে বীরশ্রেষ্ঠ মতিউর রহমান ঘাঁটিতে অবস্থিত ৭৫ নং বহর-এ পুরাতন র‍্যাডারটি অকার্যকর হওয়ায় নতুন REL-4M এয়ার ডিফেন্স র‍্যাডার প্রতিস্থাপন করা হয়েছে এবং গত ৩০ মার্চ ২০১৪ থেকে র‍্যাডারটির পরিচালন কার্যক্রম শুরু হয়েছে।

(৭) দেশের উত্তর-পূর্ব এলাকার আকাশ প্রতিরক্ষা কার্যক্রম সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে বিমান বাহিনী র‍্যাডার ইউনিট, মৌলভীবাজার-এ পুরাতন র‍্যাডারটি অকার্যকর হওয়ায় নতুন JY-11B এয়ার ডিফেন্স র‍্যাডার প্রতিস্থাপন করা হয় এবং গত ১৫ জানুয়ারি ২০১৫ থেকে র‍্যাডারটির পরিচালন কার্যক্রম শুরু হয়েছে।

(৮) দেশের সমুদ্র সংলগ্ন সর্ব দক্ষিণ-পূর্ব এলাকার আকাশ প্রতিরক্ষা কার্যক্রম সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে কক্সবাজারে একটি এয়ার ডিফেন্স র‍্যাডার YLC-6 স্থাপনের মাধ্যমে কক্সবাজার র‍্যাডার ইউনিট প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে যা গত ১১ নভেম্বর ২০১৫ তারিখে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মহামান্য রাষ্ট্রপতি উদ্বোধন করেন এবং গত ০৬ জানুয়ারি ২০১৬ তারিখ হতে উক্ত র‍্যাডারটির পরিচালন কার্যক্রম শুরু হয়।

(৯) দেশের দক্ষিণ-পূর্ব এলাকার আকাশ প্রতিরক্ষা কার্যক্রম সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে বিমান বাহিনী ঘাঁটি জহুরুল হক-এ অবস্থিত ৭৪ নং বহর-এ স্থাপিত পুরাতন র‍্যাডারটি অকার্যকর হওয়ায় একটি নতুন এয়ার ডিফেন্স র‍্যাডার REL-4 প্রতিস্থাপন করা হয়েছে এবং গত ০১ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ তারিখ হতে র‍্যাডারটির অপারেশন কার্যক্রম শুরু হয়। এছাড়া নতুন এই র‍্যাডার স্থাপনের পাশাপাশি উক্ত বহরের অবকাঠামোগত উন্নয়ন কার্যক্রম সম্পাদন করা হয়।

(১০) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বাংলাদেশের আকাশ সীমার উপর 'আকাশ প্রতিরক্ষা সনাক্তকরণ এলাকা' {Air Defence Identification Zone (ADIZ)} প্রতিষ্ঠার অনুমোদনের ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশের আকাশ সীমার নিরাপত্তা ও নিরাপদ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকল্পে 'এয়ার ডিফেন্স নোটিফিকেশন সেন্টার, বাংলাদেশ' (ADNC,Bangladesh) স্থাপনের মাধ্যমে গত ০১ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ তারিখ হতে বাংলাদেশের আকাশসীমা ব্যবহারকারীদের নজরদারীর আওতায় আনা হয়েছে যা দেশের জাতীয় রাজস্ব আয় বৃদ্ধিতেও অবদান রাখছে। এছাড়াও, বাংলাদেশের আকাশসীমা দিয়ে যেকোন উড়ন্ত বস্তুর দ্রুত সনাক্তকরণ, আকাশ সীমা লঙ্ঘন হ্রাস এবং অনুমোদনহীন ও সন্দেহজনক বিমানের পরিচিতি নিশ্চিত করার প্রয়োজনে যুদ্ধ বিমান দ্বারা পরিচিতি নিশ্চিতকরণ প্রতিচ্ছেদন (Identification Interception) নিশ্চিত করা সম্ভব হচ্ছে। বর্তমানে উক্ত স্থাপনার সংস্থাপন অনুমোদনের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন আছে।

(১১) দেশের দক্ষিণ অঞ্চলের আকাশ তথা সমুদ্র সীমার আকাশ প্রতিরক্ষা নিশ্চিতকল্পে বরিশালে ১টি নতুন র‍্যাডার ইউনিট প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে এবং একটি উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন Long Range Radar (LRR) RAT-31DL স্থাপন করা হয়েছে যা গত ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২১ তারিখে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মহামান্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক উদ্বোধন করা হয় এবং গত ০৮ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখ হতে উক্ত র‍্যাডারটির অপারেশন কার্যক্রম শুরু হয়।

(১২) বিমান বাহিনীর আকাশ প্রতিরক্ষা কার্যক্ষমতা বৃদ্ধির নিমিত্তে Air Defence System Integration অন্তর্ভূক্তির কার্যক্রম এগিয়ে চলছে। যার বাস্তবায়নের ফলে বাংলাদেশের আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় যুগান্তকারী পরিবর্তন সূচিত হবে।

(১৩) বাংলাদেশের আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা নিচ্ছিদ্রকরণে বাংলাদেশ বিমান বাহিনীতে ০১টি Gap Filler Radar স্থাপনের জন্য ক্রয় চুক্তি সম্পাদন করা হয়েছে; যা শীঘ্রই বাংলাদেশ বিমান বাহিনীতে অন্তর্ভূক্ত হবে। বাংলাদেশের আকাশসীমার নিবিড় পর্যবেক্ষণে এই র‍্যাডারটি তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আশা করা যায়।

(১৪) বিমান বাহিনীতে বিদ্যমান ঢাকা ও বগুড়ায় দুটি আকাশ প্রতিরক্ষা র‍্যাডারের আয়ুষ্কাল অতিক্রান্ত হওয়ায় দেশের মধ্যবর্তী, উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম এলাকার আকাশ প্রতিরক্ষা কার্যক্রম সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে নতুন ও আধুনিক র‍্যাডার দ্বারা প্রতিস্থাপনের প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।

ড। মেইন্টেন্যান্স রিপেয়ার অ্যান্ড ওভারহল ইউনিট স্থাপন। বিমান বাহিনীর এফ-৭ যুদ্ধ বিমানের ওভারহল কার্যক্রম সম্পাদনে সীমিত সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার এবং আর্থিক ব্যয় ও সময় সংকোচনের লক্ষ্যে ২০১৭ সালে বিমান বাহিনী ঘাঁটি বঙ্গবন্ধু'তে ২১৪ মেইন্টেন্যান্স রিপেয়্যার অ্যান্ড ওভারহল ইউনিট (214 MROU) স্থাপন করা হয়েছে।

(১) এছাড়াও বাহিনীর এমআই সিরিজের হেলিকপ্টার রক্ষণাবেক্ষণ, মেরামতকরণ এবং ওভারহোলিং কার্যক্রম সাশ্রয়ীভাবে সম্পাদনের লক্ষ্যে ২০১৯ সালে বিমান বাহিনী ঘাঁটি বাশার, ঢাকায় ২১৬ মেইন্টেন্যান্স রিপেয়্যার অ্যান্ড ওভারহল ইউনিট (216 MROU) স্থাপন করা হয়েছে।

(২) বিমান বাহিনীতে ব্যবহৃত সকল গ্রাউন্ড র‍্যাডার ইকুইপমেন্টের মাধ্যমে আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে সচল রাখার লক্ষ্যে গ্রাউন্ড র‍্যাডার ইকুইপমেন্ট মেরামত, রক্ষণাবেক্ষণ ও ওভারহোলিং কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য ২০১৮ সালে বিমান বাহিনী ঘাঁটি পাহাড়কাঞ্চনপুর, টাঙ্গাইল-এ ২০৭ মেইন্টেন্যান্স রিপেয়্যার অ্যান্ড ওভারহল ইউনিট (207 MROU) স্থাপন করা হয়েছে।

ঢ। ৩০১ সারফেস টু এয়ার মিসাইল ইউনিট স্থাপন। দেশের আকাশ সীমায় চিহ্নিত শত্রু বিমান/আকাশযান ধ্বংস করা এবং আকাশ পথে যে কোন শত্রুর আক্রমণ এবং প্রতিরোধে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করার লক্ষ্যে বিমান বাহিনী ঘাঁটি জহুরুল হক, চট্টগ্রামে ২০১৩ সালে ৩০১ সারফেস টু এয়ার মিসাইল ইউনিট (301 SAM Unit) স্থাপন করা হয়েছে।

ণ। হেলিকপ্টার সিমুলেটর প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান স্থাপন। বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর বৈমানিকদের স্বল্প ব্যয় ও সাশ্রয়ী সময়ে হেলিকপ্টার উড্ডয়নে দক্ষতা অর্জনের লক্ষ্যে ২০১৯ সালে বিমান বাহিনী ঘাঁটি বাশার, ঢাকায় হেলিকপ্টার সিমুলেটর প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান (HSTI) স্থাপন করা হয়েছে। উক্ত ইউনিট Mi-17 সিরিজ হেলিকপ্টারের সকল প্রকার (দেশীয়/আন্তর্জাতিক পর্যায়ে) সিমুলেটর প্রশিক্ষণ প্রদানে সক্ষম। ইতিমধ্যে এই প্রতিষ্ঠান সেনাবাহিনীর হেলিকপ্টার বৈমানিকদের প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে।

৫। **নারীর ক্ষমতায়ন**। সমসাময়িক সময়ে বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে বর্তমান সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দূরদর্শিতা, বলিষ্ঠ নেতৃত্ব ও ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় নারীর ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে ২০০০ সালে বাংলাদেশ বিমান বাহিনীতে মহিলা কর্মকর্তা নিয়োগের কার্যক্রম শুরু হয়। এছাড়াও ২০২০ সাল থেকে বিমান বাহিনীতে মহিলা বিমানসেনা ভর্তির কার্যক্রম শুরু হয়েছে। বাংলাদেশ বিমান বাহিনীতে বর্তমানে ১৭৭ জন মহিলা কর্মকর্তা, ৬৪ জন মহিলা বিমানসেনা ও ২১২ জন অসামরিক মহিলা কর্মকর্তা/কর্মচারী কর্মরত আছে। বাংলাদেশ বিমান বাহিনীতে কর্মরত মহিলা কর্মকর্তা/কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধিতে বিভিন্ন পেশাগত ও মৌলিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। বর্তমানে সামরিক মহিলা কর্মকর্তা জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনেও সাফল্যের সাথে কাজ করে যাচ্ছেন। ইতিমধ্যে ১১০ জন মহিলা কর্মকর্তা জাতিসংঘ শন্তিরক্ষা মিশন সম্পন্ন করেছেন এবং বর্তমানে ১০ জন মহিলা কর্মকর্তা জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে কর্মরত রয়েছেন। এছাড়াও বেশ কিছু মহিলা কর্মকর্তা সাফল্যের সহিত অধিনায়কের দায়িত্ব পালন করে আসছেন।

৬। **প্রশিক্ষণ ক্ষেত্রে অগ্রগতিঃ**

ক। আধুনিক ও যুগোপযোগী ক্যাডেট প্রশিক্ষণ কেন্দ্র "বঙ্গবন্ধু কমপ্লেক্স"এ দেশীয় অফিসার ক্যাডেট ছাড়াও বন্ধুপ্রতিম দেশসমূহের অফিসার ক্যাডেটগণ আধুনিক যন্ত্রপাতি ও কলাকৌশল ব্যবহার করে বিমান উড্ডয়ন, যুদ্ধ পরিচালনা ও বিমান রক্ষণাবেক্ষণে বিশ্বমানের প্রশিক্ষণ লাভ করছে।

খ। বন্ধুপ্রতিম দেশসমূহের (ফিলিস্তিন, জাম্বিয়া এবং নেপাল) ০৫ জন বৈদেশিক অফিসার সম্প্রতি বাংলাদেশ বিমান বাহিনী একাডেমি হতে তাদের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সফলতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

গ। ২০১৫ সাল হতে বিইউপি- এর সাথে সমন্বয়পূর্বক বিমান বাহিনী একাডেমির অফিসার ক্যাডেট প্রশিক্ষণের কার্যক্রম ৩ বছর হতে ৪ বছরে উন্নীত করা হয়েছে।

ঘ। বিমানসেনা প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান (এটিআই) বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। এর ফলে বিমানসেনা প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান হতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বিমানসেনাগণ বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড এর সনদপত্র পাচ্ছেন। এছাড়াও, সম্প্রতি বিমানসেনা প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান Civil Aviation Authority of Bangladesh (CAAB) part 147 "Maintenance Training and Examination Organization" এর অন্তর্ভুক্তির অনুমোদন পায়। এরই ধারাবাহিকতায় CAAB/European Union Aviation Safety Agency (EASA) এর সাথে সমন্বয় করে ০৪ x টেকনিক্যাল ট্রেড (Afr Fitt, Eng Fitt, E&I Fitt and Radio Fitt) এর Trade Training Basic (TTB) এবং Trade Training Advance (TTA) কোর্সের সিলেবাস ও বই প্রস্তুত করা হয়েছে এবং CAAB/EASA- র অনুমোদিত প্রশিক্ষণ ও পরীক্ষা পদ্ধতি অনুযায়ী বর্তমান প্রশিক্ষণ সফলভাবে পরিচালিত হচ্ছে। উক্ত ইনস্টিটিউট বিমান বাহিনীর সদস্যদের পাশাপাশি সেনা ও নৌ বাহিনীর সদস্যসহ বন্ধুপ্রতিম দেশের বিমানসেনাদেরও বিভিন্ন পেশাগত প্রশিক্ষণ প্রদান করছে।

ঙ। অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন Skill for Employment Investment Program (SEIP) এর আওতায় BRTC-SEIP এর উদ্যোগে মোটর ড্রাইভিং প্রশিক্ষণ কার্যক্রম গত ১৪ নভেম্বর ২০২০ তারিখ হতে শুরু হয়। এরই ধারাবাহিকতায় এমটিডিএস বিএএফ, শমসের নগর ১৮০ জন প্রশিক্ষনার্থীকে প্রশিক্ষণ দেয়ার অনুমোদন পায়। বৈশ্বিক মহামারি কোভিড-১৯ সত্ত্বেও এমটিডিএস বিএএফ সফলভাবে ৬০ জন প্রশিক্ষণার্থীকে প্রশিক্ষণ প্রদানে সক্ষম হয় যা জাতীয় পর্যায়ে গুরুত্বপুর্ণ অবদান রাখছে।

চ। গত ১২ বছরে বিশ্বের বিভিন্ন বন্ধুপ্রতিম দেশ হতে বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর ১,১২২ জন কর্মকর্তা ও ৩৩৩ জন বিমানসেনাকে বিমান বাহিনীতে ব্যবহৃত বিশেষ যন্ত্রপাতি পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজে দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে । এছাড়াও ৮২৭ জন কর্মকর্তা ও ২৪৫ জন বিমানসেনা পেশাগত কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ পরিদর্শন করেছেন।

ছ। বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর ৩২ জন সদস্য CAAB/EASA এর সাথে সম্পৃক্ত বিভিন্ন প্রশিক্ষণ Bangladesh Airlines Training Centre (BATC) হতে সফলভাবে সম্পন্ন করেন এবং এ ধরনের আধুনিক বিমান রক্ষণাবেক্ষণ প্রশিক্ষণ চলমান রয়েছে।

জ। বাংলাদেশ বিমান বাহিনী ঘাঁটি বঙ্গবন্ধুতে এফআইএইচ অনুমোদিত অলেম্পিক স্টান্ডার্ড হকি টার্ফ ও ০১ সেট গোল পোষ্ট নির্মান করা হচ্ছে, যার ফলে ভবিষ্যতে বিমান বাহিনীর হকি খেলোয়াড়দের তথা জাতীয় পর্যায়ের খেলোয়াড়দেরকে আন্তর্জাতিক মানের প্রশিক্ষণ প্রদান করা সহজতর হবে।

ঝ। বঙ্গবন্ধু ৯ম বাংলাদেশ গেমস-এ বাংলাদেশ বিমান বাহিনী ০২টি স্বর্ণ, ০৪টি রৌপ্য এবং ০৪টি ব্রোঞ্জ পদকসহ মোট ১০টি পদক অর্জন করে যা বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর ইতিহাসে জাতীয় পর্যায়ে বিমান বাহিনীর সর্বোচ্চ অর্জন।

ঞ। বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর ০৩ জন সদস্য জাতীয় দলের হয়ে যথাক্রমে অলিম্পিক ২০২১, জাতীয় ক্রিকেট এবং বিশ্বকাপ বাছাই পর্বে অংশগ্রহণ করে ।

৭। **আধুনিককীকরণ ও তথ্য প্রযুক্তিগত উন্নয়ন** ।

ক। আধুনিকীকরণ ও সক্ষমতা বৃদ্ধি। ২০০৯ থেকে ২০২০ অর্থবছর পর্যন্ত বাংলাদেশ বিমান বাহিনীতে ২৩টি PT-6 প্রশিক্ষণ বিমান, ১৬ টি K-8W বিমান ও ১৬ টি Yak-130 যুদ্ধ প্রশিক্ষণ বিমান, ১৬ টি F-7BGI যুদ্ধবিমান, ২ টি AW-119 KX প্রশিক্ষণ হেলিকপ্টার, ১৩ টি Mi-171 SH হেলিকপ্টার, ১ টি Mi-171E VIP Saloon ও ৪ টি AW-139 (Maritime Search & Rescue Helicopter) হেলিকপ্টার, ৩ টি L-410 পরিবহন প্রশিক্ষণ বিমান ও ৫ টি C-130J পরিবহন বিমান সংযোজিত হয়েছে। এছাড়াও Air Defence System Integration, Fixed Wing Unmanned Aerial Vehicle (UAV) System, Mobile Gap Filler Radar (MGFR) এবং Aircraft Simulator বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর আধুনিকীরণ ও সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য ক্রয় করা হয়েছে।

খ। Aerial Fire Fight Equipment ক্রয়। ভূমিকম্প বা অন্য কোন কারণে দেশের সুউচ্চ বহুতল ভবনে অগ্নিকান্ড সংঘটিত হলে অন্যান্য সংস্থার পাশাপাশি আগুন নেভানোর কাজে অগ্নিনির্বাপক হেলিকপ্টার ব্যবহারের লক্ষ্যে ২০১০-২০১১ অর্থবছরে বিমান বাহিনীর হেলিকপ্টারের জন্য Aerial Fire Fighting Equipment ক্রয় করা হয়।

গ। ফোর্সেস গোল ২০৩০ প্রণয়ন। ফোর্সেস গোল ২০৩০-কে সামনে রেখে বাংলাদেশ বিমান বাহিনীকে একটি অত্যাধুনিক বাহিনীতে পরিণত করার লক্ষ্যে বর্তমান সরকারের সহযোগিতায় যুক্তরাষ্ট্রের তৈরি অত্যাধুনিক ০৫টি সি-১৩০জে পরিবহন বিমান যুক্তরাজ্যের রয়েল এয়ারফোর্সের সাথে ক্রয় চুক্তি এবং মার্শাল এ্যারোস্পেস এন্ড ডিফেন্স গ্রুপ এর সাথে রক্ষণাবেক্ষণ চুক্তির মাধ্যমে বিমান বাহিনীতে সংযোজনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এই ০৫টি বিমানের মধ্যে ০৩টি বিমান ইতিমধ্যে যুক্তরাজ্য হতে বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর নিজস্ব বৈমানিক কর্তৃক সফল ফেরী ফ্লাইটের মাধ্যমে পর্যায়ক্রমে বাংলাদেশে আনা হয়। অবশিষ্ট ০২টি বিমান নির্দিষ্ট সময়ে বাংলাদেশে আনা হবে। অত্যাধুনিক অ্যাভিওনিক্স ও উন্নত প্রযুক্তিসম্পন্ন এই পরিবহন বিমান মালামাল ও সৈন্য পরিবহনসহ দেশে এবং বিদেশে মানবিক সহায়তা কার্যক্রম এবং জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

৮। **জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দুর্যোগে সহায়তা প্রদান**।

ক। সাইক্লোন আইলায় আক্রান্ত এলাকায় বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর হেলিকপ্টার দ্বারা ত্রাণ পরিচালনার জন্য ৫০:০৫ ঘন্টা উড্ডয়ন এবং ৪০,৫৯৬ কেজি মালামাল পরিবহন করা হয়।

খ। শ্রীলংকায় সুনামিকালীন প্রথম পর্যায়ে ত্রাণসামগ্রী প্রেরণ, মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের প্রতিনিধি এবং মিডিয়া প্রতিনিধিসহ ৯ টন ত্রাণসামগ্রী নিয়ে বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর একটি C-130 বিমান শ্রীলংকায় গমন করে এবং সফলভাবে প্রত্যাবর্তন করে।

গ। শ্রীলংকায় সুনামিকালীন দ্বিতীয় পর্যায়ে ত্রাণসামগ্রী প্রেরণ, মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের প্রতিনিধি এবং মিডিয়া প্রতিনিধিসহ আনুমানিক ৯ টন ত্রাণসামগ্রী নিয়ে বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর একটি C-130 বিমান শ্রীলংকায় গমন করে এবং সফলভাবে প্রত্যাবর্তন করে।

ঘ। ২০১৭ সালে সাইক্লোন মোরায় আক্রান্ত বাংলাদেশের উপকুল এলাকায় বিমান বাহিনীর AN-32 বিমান ও হেলিকপ্টার দ্বারা ত্রাণসামগ্রী বিতরণ ও উদ্ধার কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।

ঙ। সাইক্লোন বুলবুল এবং সাইক্লোন আম্ফান বাংলাদেশের উপকূলবর্তী জেলাসমূহে আঘাত হানে। এর পূর্বপ্রস্তুতি হিসেবে বাংলাদেশ বিমান বাহিনী "দুর্যোগ মোকাবেলা ও মনিটরিং সেল" স্থাপন করে এবং দুর্যোগ চলাকালীন ও দুর্যোগ পরবর্তীতে প্রয়োজনীয় সংখ্যক জনবল ও বিমান সহায়তা প্রদান করে।

৯। তথ্য প্রযুক্তির উন্নয়ন ঃ

ক। কাস্টমাইজড অটোমেশন সফ্টওয়্যার ঃ প্রযুক্তি সংক্রান্ত সেবাপ্রাপ্তি সহজীকরণ ও ডিজিটাল বাংলাদেশের স্বপ্ন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ বিমান বাহিনীতে কাষ্টমাইজড অটোমেশন সফ্টওয়্যার এর মাধ্যমে Personnel Management, Flying Information, Aircraft/ Radar Maintenance, Air Defense, Finance and Accounting, Stock and Inventory Management, Flight Safety, Library Management এর কার্যক্রম চলমান।

খ। তথ্য প্রযুক্তির উন্নয়নে বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর সাইবার ওয়ারফেয়ার ও ইনফরমেশন টেকনোলজি পরিদপ্তর বাংলাদেশের সাইবার নিরাপত্তায় বিশেষ ভূমিকা রাখছে।

১০। বিমান বাহিনী কর্তৃক পরিচালিত মহড়া কার্যক্রম।

ক। বাংলাদেশ বিমান বাহিনী ও যুক্তরাষ্ট্র বিমান বাহিনীর মধ্যে ১২ জুন ১০ হতে ১৭ জুন ১০ তারিখ পর্যন্ত 'Ex PAC Angel-10' অনুষ্ঠিত হয়।

খ। বাংলাদেশ বিমান বাহিনী কর্তৃক আয়োজিত বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী এবং যুক্তরাষ্ট্র সশস্ত্র বাহিনীর মধ্যে ২০ জুন ১০ হতে ২৫ জুলাই ১০ তারিখ পর্যন্ত 'Ex Tiger Shark-3' অনুষ্ঠিত হয়।

গ। বাংলাদেশ বিমান বাহিনী এবং যুক্তরাষ্ট্র বিমান বাহিনীর মধ্যে ৬ এপ্রিল ১২ হতে ১২ এপ্রিল ১২ তারিখ পর্যন্ত 'Ex Cope South'অনুষ্ঠিত হয়।

ঘ। ২৪ জানু ১৫ হতে ২৯ জানু ১৫ তারিখ পর্যন্ত বাংলাদেশ বিমান বাহিনী ও যুক্তরাষ্ট্রের বিমান বাহিনীর আন্তঃসহযোগিতা উন্নয়নের লক্ষে 'Ex Cope South 2015' যৌথ অনুশীলন পরিচালনা করা হয়।

ঙ। ২৩ জুন ১৯ হতে ৩০ জুন ১৯ তারিখ পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর যৌথ অনুশীলন মহড়া Ex PAC Angel-2019/01' অনুষ্ঠিত হয়।

১১। জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশন।

ক। বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দিক-নির্দেশনায় বাংলাদেশের অঙ্গীকার বাস্তবায়নে বাংলাদেশ বিমান বাহিনী ১৯৯১ সাল হতে জাতিসংঘের অধীনে বিশ্ব শান্তিরক্ষায় নিরলসভাবে কাজ করে আসছে। বাংলাদেশ বিমান বাহিনী এ পর্যন্ত বিশ্বের মোট ২৫টি দেশে ২৮টি জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে অংশগ্রহন করে, যার মাধ্যমে

বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর মোট ৭৫৪৭ জন সদস্য শান্তিরক্ষা মিশনে গমন করেন। বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর কন্টিনজেন্ট চাদ, সিয়েরালিওন, মধ্য আফ্রিকা, আইভরিকোষ্ট, ডিআর কঙ্গো, দক্ষিণ সুদান ও মালীতে বিশ্ব শান্তি রক্ষার জন্য গমন করে। সংঘাতময় পরিস্থিতি, বৈরী আবহাওয়া ও প্রতিকূল পরিস্থিতিতে জীবনের চরম ঝুঁকি নিয়ে বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর সদস্যগণ সেখানে দায়িত্ব পালন করে আসছেন।

খ। বাংলাদেশ বিমান বাহিনী জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে মধ্য আফ্রিকান রিপাবলিকে প্রথমবারের মত নাইটভিশন প্রযুক্তি সমৃদ্ধ এবং সমরাস্ত্র ব্যবহার উপযোগী ০৩টি এমআই-১৭১ এসএইচ হেলিকপ্টারসহ বিমান বাহিনীর একটি কন্টিনজেন্ট গত ২৯ মে ২০২০ তারিখে প্রেরণ করেছে যা বর্তমানে চলমান রয়েছে। বাংলাদেশই প্রথমবারের মত Rapid Deployment Level (RDL) হতে স্বল্প সময়ের মধ্যে সরাসরি আর্মড ইউটিলিটি হেলিকপ্টার জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে প্রেরণ করে।

১২। মহামারী কোভিড-১৯ নিয়ন্ত্রণে জাতীয়/ আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিমান বাহিনীর অংশগ্রহণ। বাংলাদেশ বিমান বাহিনী শান্তিরক্ষা মিশনের পাশাপাশি বন্ধুপ্রতিম দেশসমূহের দুর্যোগ মুহূর্তে মানবিক সহায়তা প্রদানসহ দেশের বিভিন্ন প্রয়োজনে ফেরী ফ্লাইট, ক্রসকান্ট্রি মিশন, Humanitarian Assistance and Disaster Relief (HADR) অপারেশন্স এবং জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশন এলাকায় জরুরী সাহায্য প্রেরণের কাজে বিভিন্ন সময়ে বৈদেশিক মিশন পরিচালনা করে আসছে।

ক। রোগী পরিবহন। কোভিড-১৯ সংক্রমণের ফলে দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে গুরুতর অসুস্থ রোগীদের উন্নত চিকিৎসার জন্য বি বা হেলিকপ্টারের মাধ্যমে ঢাকায় স্থানান্তর করা হয়েছে। বাংলাদেশ বিমান বাহিনী Night Vision Goggles (NVG) সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে রাত্রীকালীন সময়েও কোভিড-১৯ এ আক্রান্ত রোগীদের জন্য হেলিকপ্টারের মাধ্যমে দুর্গম এলাকা থেকে অদ্যাবধি মোট ৩৪টি মিশন সম্পন্ন করেছে। উল্লেখ্য যেকোন ধরনের দুর্যোগ মোকাবেলায় বিমান বাহিনীর বিমানসমূহ সদা প্রস্তুত রয়েছে।

খ। ত্রাণসামগ্রী/ ওষুধসামগ্রী/ জীবন রক্ষাকারী সরঞ্জামাদি পরিবহন। ২০২০ সালে কোভিড-১৯ ভাইরাসের প্রাদুভ কর্তৃক ২০২০ সালে সর্বোচ্চসংখ্যক সর্বমোট ১৯টি বৈদেশিক মিশন {ফেরী ফ্লাইট, ক্রসকান্ট্রি মিশন, Humanitarian Assistance and Disaster Relief (HADR) অপারেশন্স এবং জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশন এলাকায় জরুরী সাহায্য প্রেরণ} পরিচালনা করা হয়। এসকল মিশনের মাধ্যমে করোনা ভাইরাসের কারণে উক্ত সংকটময় মূহূর্তে সারা বিশ্বে যখন বিমান চলাচল অনেকাংশেই বিঘ্নিত ছিল, তখন বিমান বাহিনী আক্রান্ত ব্যক্তিদের শনাক্তকরণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কীট, সার্জিক্যাল মাস্ক, এন-৯৫ মাস্ক, ইলেক্ট্রনিক থার্মোমিটার, প্রটেক্টিভ গ্লাভস, মেডিক্যাল সেফটি গ্লাভস, গগলস এবং ব্যক্তিগত সুরক্ষা সামগ্রী (পিপিই) সহ বিভিন্ন চিকিৎসা ও স্বাস্থ্যসেবা সহায়ক সামগ্রী বিদেশ থেকে বাংলাদেশে আনা হয় এবং বাংলাদেশ থেকে মানবিক সহায়তাস্বরূপ বিভিন্ন খাদ্যদ্রব্য এবং চিকিৎসা ও স্বাস্থ্যসেবা সহায়কসামগ্রী প্রেরণ করা হয়।

গ। বাংলাদেশে আটকে পড়া বিদেশী যাত্রী এবং বিদেশে আটকে পড়া বাংলাদেশী যাত্রী পরিবহন। করোনা ভাইরাস পরিস্থিতিতে আটকে পড়া মালদ্বীপের ৭১ জন নাগরিককে বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর পরিবহন বিমানযোগে মালদ্বীপে পৌঁছে দেয়া হয় এবং মালদ্বীপ, লেবানন ও মিশর হতে মোট ২১৬ জন বাংলাদেশী নাগরিককে দেশে ফিরিয়ে আনা হয়।

১৩। বাংলাদেশ বিমান বাহিনী কর্তৃক পরিচালিত অন্যান্য উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম ঃ

ক। পশ্চিম বাংলার মূখ্যমন্ত্রী জ্যোতিবসুর শেষকৃত্য অনুষ্ঠানে যোগদানের জন্য গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও তার সফর সঙ্গীগণ বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর AN -32 পরিবহন বিমানযোগে ভারতে গমন ।

খ। দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচন-২০১৪ উপলক্ষে নির্বাচন কমিশনকে প্রয়োজনীয় বিমান সহায়তা প্রদান।

গ। ৪র্থ উপজেলা পরিষদ নির্বাচন-২০১৪ উপলক্ষে নির্বাচন কমিশনকে প্রয়োজনীয় বিমান সহায়তা প্রদান।

ঘ। সর্বাধিক জনগণের অংশগ্রহণে সমবেত কণ্ঠে জাতীয় সংগীত পরিবেশনের মাধ্যমে Guinness World Records এ বাংলাদেশের নাম সংযোজন উপলক্ষে বাংলাদেশ বিমান বাহিনী হেলিকপ্টার দিয়ে সহায়তা।

ঙ। পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় ভূমিধসে ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর হেলিকপ্টার দ্বারা উদ্ধার কার্যক্রম পরিচালনা ।

চ। "ইলিশ সংরক্ষণ অভিযান" উপলক্ষে মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ মন্ত্রণালয়কে প্রয়োজনীয় বিমান সহায়তা প্রদান ও বাহিনী Night Vision Goggles (NVG) সক্ষমতা সম্পন্ন হেলিকপ্টারের মাধ্যমে রাত্রিকালীন অপারেশনে অংশগ্রহণ ।

ছ। বাংলাদেশ বিমান বাহিনী বনায়ন কর্মসূচীর অংশ হিসেবে দেশের উপকূলীয় ও পার্বত্য চট্টগ্রামের দুর্গম এলাকায় হেলিকপ্টারের সাহায্যে আকাশ হতে বীজ নিক্ষেপ করার মাধ্যমে বনায়ন কার্যক্রম সম্পন্নকরণ।

জ। কোভিড-১৯ এর কারণে উদ্ভুত বৈশ্বিক পরিস্থিতিতে আন্তর্জাতিক ফ্লাইট বন্ধ হয়ে গেলে বাংলাদেশসহ বিভিন্ন দেশে আটকে পড়া লোকজনকে স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের জন্য বাংলাদেশ বিমান বাহিনী কল্যাণ ট্রাস্ট-এর তত্ত্বাবধানে চার্টার্ড ফ্লাইট পরিচালনা।

১৪। স্বাধীনতা পুরস্কার। ১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধে বীরত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন এবং স্বাধীনতাত্তোর দেশ ও জাতির কল্যাণে অসামান্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ বিমান বাহিনীকে স্বাধীনতা পুরস্কার-২০১৭ প্রদান করা হয়।